ডিসঅনরড

ইউসুফ হৃদয়

পৃথিবীতে রাজতন্ত্রের ইতিহাস বহু যুগের; আর এর পুরোটাই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রকারীদের লোলুপ দৃষ্টি এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষের রক্তে রঞ্জিত। সে ধরনের এক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কাহিনী নিয়ে ডিসঅনরড গেমটির প্রেক্ষাপট। সম্রাটের একান্ত দেহরক্ষী করভো বহুদিন পর দেশে ফিরে আসে তার প্রাণাধিক প্রিয় ছোট্ট রাজকন্যা এমিলির সাথে দেখা করতে। সমুদ্রের তীরে সম্রাজ্ঞী এমিলির সাথে একান্তে আলাপচারিতার মধ্যে হঠাৎ শূন্য জগত থেকে একদল মুখোশধারী মানুষ এসে হত্যা করে সম্রাজ্ঞীকে এবং যাওয়ার সময় রাজকন্যা এমিলিকে অপহরণ করে। করভো তাদের জাদুশক্তির সামনে অসহায় হয়ে আটকে থাকে। সম্রাজ্ঞী করভোর সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। করভো তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় সে নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও ছোট্ট এমিলিকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু ঠিক তখন এমন কিছু ঘটল, যার জন্য করভো মোটেও প্রস্তুত ছিল না। সম্রাজ্ঞীকে হত্যা এবং রাজকন্যা এমিলিকে অপহরণের দায়ে সম্রাটের সেনাবাহিনী তাকে গ্রেফতার করল। এরপর কারাগারের অন্ধকার এক কুঠুরি থেকে গেমারের যাত্রার শুরু।

প্রতারিত, পরিত্যক্ত করভোর চরিত্রে গেমটি খেলতে হবে গেমারকে। গেমটি ফার্স্ট পারসন, অ্যাডভেঞ্চার, মিস্ট্রি, শুটিং ধরনের। কারাগার থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে মৃত্যুর মুখোমুখি করভোকে নিয়ে গেমারকে হতে হবে অসম্ভব সুচতুর এবং কৌশলী। ব্যবহার করতে শিখতে হবে পরিবেশের প্রতিটি উপাদানকে। ছোট্ট ছায়া কিংবা পায়ের আওয়াজও যেকোনো সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে। মানুষ ছাড়াও শত্রু হিসেবে আছে জীবন্মৃত জম্বি, মড়াখেকো ইঁদুর, রাক্ষুসে মাছ, ভয়ঙ্কর সব উদ্ভিদ। আর সবচেয়ে বড় শত্রু নিজের বিশ্বাস। গল্পের প্রতিটি বাঁকে গেমারকে হতে হবে হতভম্ব বাস্তবতার নিষ্ঠুরতায়। এক পর্যায়ে করভো শিখে নেবে শক্তিশালী সব জাদু, দ্রুত জীবন বাঁচানোর দক্ষতা। পাওয়া যাবে ক্রস বো, গ্রেনেড, পিস্তল, ধারালো ফাঁদ আরও অনেক কিছু। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে গেমারকে নির্ভর করতে হবে নিজের সিদ্ধান্তগুলোতে, যার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে সবকিছুর ভবিষ্যৎ। এককালে সবার সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র করভোকে নিজের চেহারা লুকিয়ে রাখতে হয়ে যান্ত্রিক মৃত্যু-মুখোশ দিয়ে। টানটান উত্তেজনা সত্ত্বেও গেমের সত্যিকারের স্বাদ বেরিয়ে আসে ধৈর্য আর মনোযোগের মধ্য দিয়ে। গেমটির গ্রাফিক্স হালের গেমগুলোর মতো চোখ ধাঁধানো না হলেও এর বাস্তববাদী কন্ট্রোল ব্যবস্থা এবং শব্দকৌশল করভোকে গেমারের সাথে আত্মিক করে তুলে। গেমটির উন্নত এইমিং প্যানেল আর সমৃদ্ধ ইনভেন্টরি সব মিলিয়ে গেমটিকে করে তুলেছে গেমারদের পছন্দের প্রথমসারির গেমগুলোর একটি। আর এর অনন্যসাধারণ স্টোরিলাইন গেমটিকে একটি শিল্পে পরিণত করেছে।

ডিসঅনরড দেহরক্ষীর গল্প এখানেই শেষ হয়নি। অতৃপ্ত গেমারদের জন্য বের হয়েছে গেমটির আরও দুটি এক্সপানশন প্যাক। সুতরাং আর দেরি না করে প্রাচীন ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস, রাজকীয়তা আর জাদুময় বিশ্বে করভোর সঙ্গী হোন এখনই।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ডুয়াল কোর ২.২ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন। **উইন্ডোজ :** এক্সপি/ভিসতা/৭। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ এক্সপি/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/৭। **ভিডিও কার্ড :** ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। সাউন্ড কার্ড, কীবোর্ড, মাউস।

রউগ লেগাসি

গেমিং জগতের সবচেয়ে পুরনোজনরা বোধহয় টুডি প্লাটফর্ম অ্যাকশন গেমিং আর এর মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করেই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গেমিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠেছে। সেই ঐতিহ্যের ধারা ফিরিয়ে আনতে এবার সেলার ডোর গেমস নিয়ে এসেছে রউগ লেগাসি। যাই হোক, ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই অনেক অভ্যাস রপ্ত করে তাদের বাবা-মায়ের আচরণকে নকল করে। বুদ্ধিমান বাবা-মায়ের ঘরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী কিংবা নীরোগ বাবা-মায়ের ঘরে একজন ভবিষ্যৎ গতি তারকা জন্ম নেয়াটা অসম্ভব কিছু নয়। তেমনি অসম্ভব নয় একজন দক্ষ গুপ্তঘাতকের সন্তানের জাদুকর হয়ে ওঠাটাও। আর এ জাদুকরকে নিয়েই গেমের কাহিনী। গেমটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে হিরো যদি মারা যায়ও তারপরও গেমারকে একেবারে প্রথম থেকে খেলা শুরু করতে হবে না। ক্লাসিক টুডি প্লাটফর্ম অ্যাকশন গেমিংয়ের এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে গেমারকে বিভিন্ন কায়দায় জাদু আর নানা অস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য

মায়াবী জাদুপূর্ণ ঘর পার হতে হবে। যুদ্ধ করতে হবে অসংখ্য মৃতদেহ, জাদুকর, জম্বি, যোদ্ধা এমনকি জীবন্ত জলছবিদের সাথেও।

গেমটিতে গেমারের প্রথম লক্ষ্য থাকবে স্বর্ণভাণ্ডার। এর জন্য পথে গেমার পাবে বিভিন্ন ধরনের ম্যাপ, রত্নভাণ্ডার, অস্ত্র, আপগ্রেড। এছাড়া থাকছে বিভিন্ন ধরনের রিওন্স, যেগুলো দিয়ে গেমার তার হিরোর নানা জাদুকরী ক্ষমতার শক্তি বাড়াতে পারবে। গেমারকে গেমের শুরুতেই তিনজন হিরো থেকে যেকোনো একজনকে নিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। প্রত্যেক হিরোর রয়েছে আলাদা আলাদা ক্ষমতা, ভিন্নতর স্টোরি সেট। প্রত্যেক বস ব্যাটল গেমারের গেমিং অভিজ্ঞতাকে নিয়ে যাবে অনন্য এক উচ্চতায়। প্রত্যেক হিরোর জন্য স্টোরি লাইনের শেষটুকুও ভিন্ন। তাই গেমটির সম্পূর্ণ স্বাদ-আস্বাদন করতে চাইলে তিনটি হিরোকে নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শেষ করতে হবে। আর যারা এখনও ভাবছেন রউগ লেগাসি অন্যান্য যেকোনো সাধারণ প্লাটফর্ম গেম থেকে ভিন্নতর কিছু নয়, তাহলে দেরি না করে এখনই গেমটি নিয়ে বসে পড়ুন, চেষ্টা করতে দোষ কী!

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪.২ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন এক্সপি ২০০০+। **উইন্ডোজ :** এক্সপি/ভিসতা/৭। **র‍্যাম :** ২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/২ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৭। **ভিডিও কার্ড :** জি ফোর্স ৮৮০০ জিটিএস/রেডিওন এইচডি ৪৭০০ ৫১২ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। **হার্ডডিস্ক :** ৪০০ মেগাবাইট। সাউন্ড কার্ড, কীবোর্ড, মাউস।

ফিডব্যাক : *alyousufhridoy.com*

ফিফা ১৪

যারা ফুটবল ভালোবাসেন তাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় গেম সিরিজ হলো ফিফা। ইলেকট্রনিক আর্টসের এ গেমটি যেমন সবাই সিঙ্গেল প্লেয়ারে খেলেন, তেমনি মাল্টিপ্লেয়ারে খেলতেও ভালোবাসেন। মজার ব্যাপার, এবার ফিফা সব প্ল্যাটফর্মের জন্য, এমনকি অ্যান্ড্রয়িডের

জন্যও রিলিজ করা হবে। এর ডেমো ভার্সন সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখেই রিলিজ করার কথা। এবার গেমটিতে পরিবর্তনের কথা বলতে হলে সবার আগে বলতে হয় গেমটির ইঞ্জিনের কথা। শুধু প্লে স্টেশন ৪ এবং এক্সবক্স ওয়ানের জন্য যে ভার্সন বের করা হচ্ছে তাতে নতুন গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হচ্ছে, যার নাম ইগনাইট ইঞ্জিন। এর ফলে গেমটির গ্রাফিক্যাল এবং গেমপ্লের পারফরম্যান্সে বড় ধরনের পরিবর্তন

আশা করা যাচ্ছে। একইসাথে প্লেয়ারের মুভমেন্ট আরও রিয়েল হবে। এছাড়া আবহাওয়ার ইফেক্ট ও স্টেডিয়ামের গ্যালারির ইফেক্ট এতে করে আরও বেশি রিয়েল মনে হবে।

প্রথমদিকে ইগনাইট ইঞ্জিনের পিসি ভার্সনের কাজ শুরু করা হলেও পরে তা বাতিল করা হয়। তাই আশা করা যাচ্ছে, প্রথমবার এটি কন্সোল গেমের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বানানোর পর পিসির জন্য

জন্য বানানো হবে। অন্য আরও অনেক নতুন ফিচার এতে দেখা যাবে, যার মধ্যে অন্যতম একটি ফিচার হলো ফিফা ১৪ এবং এর পরের সব সিক্যুয়ালে মন্টিনিগ্রো ন্যাশনাল ফুটবল টিম লাইসেন্সড টিম হিসেবে থাকবে। এছাড়া সব ব্রাজিলিয়ান ক্লাবও লাইসেন্স করা থাকবে। ফিফা ১০-এ ব্রাজিলিয়ান ন্যাশনাল টিমের লাইসেন্স বাতিল করা হলেও এবার আবার তা লাইসেন্সড টিম হিসেবে থাকবে। এবারেই প্রথম পোল্যান্ড ন্যাশনাল টিমকে লাইসেন্সড টিম হিসেবে দেখা যাবে। পোল্যান্ড টিমের কভারে থাকবেন Robert Lewandowski, আর ওয়েলস ন্যাশনাল টিমকেও আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

ফিফা ১৪-এর আল্টিমেট গেম মোডেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এক্সবক্স ওয়ানে আল্টিমেট গেম মোডে একটি নতুন অপশন যুক্ত করা হয়েছে, যার নাম লিজেন্ডস। যেখানে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লিজেন্ড ফুটবলারদের (যেমন পেলে, ডেনিস ইত্যাদি) অর্জন করা যাবে। মাল্টিপ্লেয়ারেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্লেয়াররা এবার অনলাইনে সিঙ্গেল ম্যাচ খেলতে পারবেন, টুর্নামেন্ট বা সিজনের দরকার হবে না। এবার ট্রান্সফার মার্কেটের স্কোয়াড স্ক্রিনে সরাসরি প্লেয়ারের নাম দিয়েও সার্চ করা যাবে। ৬০টিরও বেশি স্টেডিয়াম এবার দেখা যাবে, যেখানে ৩২টি রিয়েল ওয়ার্ল্ড ভেন্যু থাকবে। মেইন কভার ফটোতে থাকবেন লিওনেল মেসি। গেমটি মুক্তি পায় সেপ্টেম্বর, ২০১৩। ডেভেলপার ইএ কানাডা ও পাবলিশার ইলেকট্রনিক আর্টস। গেমটি সব প্ল্যাটফর্মের জন্যই রিলিজ করা হবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল সেলেরন ১.৬ গিগাহার্টজ অথবা এএমডি অ্যাথলন ডুয়াল কোর ৩০০০+। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া ৮৪০০ সিরিজ অথবা এএমডি রেডিয়ন ৯৫৫০। **র‍্যাম :** ১ জিবি, উইন্ডোজ এক্সপি, ডিরেক্টএক্স ৯। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ৮ জিবি। **রিকমেন্ডেড রিকোয়ারমেন্ট :** প্রসেসর : ইন্টেল কোর টু ডুয়ো অথবা এএমডি অ্যাথলন ডুয়াল কোর ৪৮০০+। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া ৮৮০০ জিটি অথবা এএমডি এইচ ২৯০০ এক্সটি ৫১২ মেগাবাইট। **র‍্যাম :** ২ জিবি, উইন্ডোজ ৭, ডিরেক্টএক্স ৯। **হার্ডডিস্ক স্পেস ;** ৮ জিবি।

সেইন্টস রো ৪

যারা অ্যাকশন গেম খেলতে পছন্দ করেন তাদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় গেমস সিরিজ হলো সেইন্টস রো। গ্র্যান্ড থেফট অটো বা জিটিএ সিরিজের গেমের মতো গেমপ্লে হওয়ায় জিটিএভক্তদের এটি খুব ভালো লাগবে। এ বছরে গেমটির চতুর্থ সিক্যুয়াল বের হয়েছে। ডিপ সিলভার এবার থার্ড স্ট্রিট সেইন্টসদের সর্বোচ্চ অবস্থানে স্থান দিয়েছে, আর তা হলো ফ্রি ওয়ার্ল্ডের লিডারশিপ। সেইন্টস রো ৪ গেমে সেইন্টসদের লিডার দ্য বস ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়। কিন্তু সেইন্টসদের যাত্রা এতে মাত্র শুরু। কারণ এবার এক নতুন ধরনের বিপদের মুখে পড়তে হবে এবং তা হচ্ছে এলিয়েনদের আক্রমণ! এলিয়েনরা কিছু সেইন্টসদের ধরে বিজারো-স্টিলপোর্ট সিমুলেশনে পাঠিয়ে দেয়। তাই গেমটির মূল উদ্দেশ্য হলো গার্গানটুয়ান সুপার পাওয়ার নিয়ে মানবজাতিকে এলিয়েনদের নেতা জিনিয়াকের কাছ থেকে রক্ষা করা। একইসাথে যে সিমুলেশনে সেইন্টসদেরকে বন্দি করা হয়েছে, সেখান থেকে বের হয়ে আসা।

গেমটিতে প্লেয়ার এলিয়েনদের অ্যাডভান্সড অস্ত্র-গোলাবারুদ এবং টেকনোলজি নিয়ে খেলার সুযোগ পাবেন। এলিয়েনদের টেকনোলজি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে প্রতিটি সেইন্টস হয়ে ওঠেন দুর্ধর্ষ। সুপার অ্যাকশন আর কাস্টমাইজেশনের সুযোগ রয়েছে এখানে। প্লেয়ার এ কাস্টমাইজেশন ব্যবহার করে তাদের নতুন সুপার পাওয়ার ব্যবহার করতে পারবেন, বিল্ডিংয়ের ওপর দিয়ে প্রয়োজনে লাফিয়ে চলতে পারবেন, পারবেন দ্রুততর স্পোর্টস গাড়ির থেকেও দ্রুত দৌড়াতে। আর সবচেয়ে বড় অস্ত্রটি হলো টেলিকাইনেসিস। এটি দিয়ে প্লেয়ার ইচ্ছে করলে আশপাশের যেকোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। চাইলে নিজের টেলিকাইনেটিক পাওয়ার ব্যবহার করে শত্রুকে ছুড়ে ফেলে দিতে পারবে। গেমটির অ্যাকশন অনেকটা প্রোটোটাইপ গেমের মতো। প্রোটোটাইপের অ্যালেক্স মারসারের মতো সুপার পাওয়ার থাকবে সেইন্টসদের এবং তাদের ক্ষমতা একে একে প্রকাশ পেতে থাকবে। গেমে পুরনো গেমের চরিত্রগুলোই রাখা হয়েছে। সেইন্টস রো দ্য থার্ড বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। সেই সফলতার রেশ ধরেই নতুন গেমের যাত্রা। নতুন গেমটিও বেশ মারদাঙ্গা ধরনের। গেমটিতে জিটিএ এবং প্রোটোটাইপ দুটি গেমের মিশ্রণ থাকায় এর স্বাদ বহুগুণে বেড়ে গেছে। গেমটির পাবলিশার ডিপ সিলভার এবং ডেভেলপ করেছে ভলিউশন ইঙ্ক।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেলের পেন্টিয়াম ডুয়াল কোর ই৫৭০০ ৩ গিগাহার্টজ বা সমমানের অথবা এএমডি অ্যাথলন ২ X ২২৪৫ই বা এর সমমানের, **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিটি ৫৩০ অথবা এএমডি এইচডি ৫৫৫০ ১ জিবি, র‍্যাম ৪ জিবি। **অপারেটিং সিস্টেম :** উইন্ডোজ ভিস্তা, ডিরেক্টএক্স ১০। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১০ জিবি। **রিকমেন্ডেড রিকোয়ারমেন্ট : প্রসেসর :** ইন্টেল কোর টু কোয়াড অথবা এর বেশি এবং এএমডি ফেনম এক্স৪ অথবা বেশি। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিটিএক্স ২৬০ অথবা এএমডি এইচডি ৫৮৫০ ১ জিবি। **র‍্যাম :** ৪ জিবি, উইন্ডোজ ৭, ডিরেক্টএক্স ১১। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১০ জিবি।

মেট্রো লাস্ট নাইট

মেট্রো সিরিজটি মূলত মেট্রো ২০৩৩ নভেল থেকে বানানো হয়েছে, যার লেখক দিমিত্রি গ্লুখভস্কি একজন রাশিয়ান। যদিও নভেলের সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। এটি মেট্রো সিরিজের দ্বিতীয় গেম। দ্বিতীয় গেমটির মূল নাম নভেলের অনুকরণে মেট্রো ২০৩৪ হলেও তা মেট্রো লাস্ট নাইট হিসেবেই পরিচিত। মেট্রো ২০৩৩-এর পরের বছরের কাহিনী নিয়ে মেট্রো লাস্ট নাইট বানানো হয়েছে, যেখানে আগের গেমটির কাহিনী শেষ হয় আর্টিয়মের শত্রুদের অপর মিসাইল আক্রমণের মধ্য দিয়ে। গেমটিতে একটি গোপন কর্ম সিস্টেম রাখা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সারেন্ডার করা শত্রুদেরকে দমন করা, নন-হোস্টাইল মিউট্যান্টদের শুট করা, যা নেগেটিভ কর্ম, NPC-এর কাছ থেকে মিশন নেয়া, বিভিন্ন ভিক্ষুককে সাহায্য করা, যা পজিটিভ কর্ম ইত্যাদি। কিন্তু এর ফলাফল সর্বশেষ মিশনের আগ পর্যন্ত বোঝা যাবে না। ২০৩৩-এর শেষের দিকে রেঞ্জাররা একটি ডি৬ মিলিটারি ফ্যাসিলিটি নিজেদের দখলে আনে। ফ্যাসিলিটিটি আসলে একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরূপ বাঙ্কার, যার ভেতরে আছে মাইলের পর মেইল টানেল। রেঞ্জাররা এ বড় টানেলটি সম্পূর্ণ ঘুরে দেখেনি। আর্টিয়মের ডার্ক ফোর্সের ওপর মিসাইল আক্রমণের পর তাকে অফিসিয়াল রেঞ্জার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। রেঞ্জারদের অনেক চেষ্টার পরও মিলিটারি ফ্যাসিলিটি থেকে তথ্য বের হয়ে যায় যে এতে এমন বড় পরিমাণে রসদ মজুদ আছে, যা দিয়ে সম্পূর্ণ রেঞ্জাররা চলতে পারবে। তাই সেই রসদ দখল করার জন্য তাদের শত্রুর আবির্ভাব দেখা যায়, যা পরে একটি যুদ্ধের আকার ধারণ করে।

খান নামে এক আগুন্তুক রেঞ্জারদেরকে জানায়, আর্টিয়মের মিসাইল আক্রমণের পরও একজন ডার্ক শত্রু বেঁচে যায়। খান বিশ্বাস করে এ ডার্ক শত্রুই মানবজাতির মুক্তির চাবিকাঠি। আর্টিয়ম ও অ্যানা এ শত্রুকে খুঁজে পেলেও দেখা যায় সে নিতান্তই একটি শিশু, কিন্তু ভাগ্য তাদের প্রতিকূল, তারা নাজি শত্রুদের হাতে বন্দি হয়। নাজিদের একজন রেডলাইন সৈন্য পাভেল মরজভ আর্টিয়মকে পালাতে সাহায্য করে। পরে তারা বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করার পর একে অপরের বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু পালানোর সময় আর্টিয়ম একটি বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে নাজি রেডলাইনের লিডার জেনারেল করবাটের মূল উদ্দেশ্য হলো ডি৬ মিলিটারি বেস দখল করে সম্পূর্ণ মেট্রোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়া। আর করবাটকে সাহায্য করে পাভেল ও লেনিস্কি, একজন বিশ্বাসঘাতক রেঞ্জার যে ডি৬ বেস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বায়ো ওয়েপনের স্যাম্পল চুরি করে। আর্টিয়ম সেই ডার্ক শিশুটিকে খানের সাহায্যে মুক্ত করে এবং এক পর্যায়ে জানতে পারে ডার্ক শিশুটি নিজের জীবন আসলে নিজেই বাঁচিয়েছিল। তাই আর্টিয়ম ঠিক করে সেই শিশুটিকে সে রক্ষা করবে। আর তাই তাকে যখন পোলিসে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সেখানে আর্টিয়ম এক অদ্ভুত প্লেগের সম্মুখীন হয়। সেখানে আর্টিয়ম লেনিস্কিকে খুঁজে পায় এবং তার কাছ থেকে অ্যানাকে রক্ষা করে। এভাবেই এক লোমহর্ষক কাহিনী ও অ্যাকশনের মাধ্যমে প্লেয়ারকে খেলতে হবে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর ২ ডুয়ো ই৪৫০০ ২.২ গিগাহার্টজ অথবা এএমডি অ্যাথলন এক্স২ ডুয়াল কোর ৫০০০+। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া ৮৮০০ জিটি অথবা এএমডি এইচডি ৩৮৭০। **র‍্যাম :** ২ জিবি, উইন্ডোজ এক্সপি, ডিরেক্টএক্স ৯। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ২০ জিবি। **রিকমেন্ডেড রিকোয়ারমেন্ট : প্রসেসর :** ইন্টেল কোর আই৫ ৩.৪৬ গিগাহার্টজ অথবা এএমডি ফেনম ২ এক্স৪ ৯১০ অথবা বেশি। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিটিএক্স ৫৮০ অথবা এএমডি এইচডি ৭৮৭০ অথবা বেশি। **র‍্যাম :** ৬ জিবি, উইন্ডোজ ৭, ডিরেক্টএক্স ১১। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ২০ জিবি।

স্প্লিন্টার সেল– ব্ল্যাক লিস্ট

অ্যাকশন গেম এবং ইউবিসফটকে যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য আরেকটি সুখবর হলো স্প্লিন্টার সেলের নতুন গেম ব্ল্যাক লিস্ট রিলিজ পেয়েছে এ বছরের আগস্ট মাসে। টম ক্ল্যান্সি প্লেয়ারদের গেমটি সম্পর্কে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। তবে যারা এখন টম ক্ল্যান্সির গেম তেমন একটা খেলেননি তাদের জন্য বলা, স্প্লিন্টার সেল হলো টম ক্ল্যান্সি সিরিজের একটি গেম এবং এর ষষ্ঠ সিক্যুয়াল হলো ব্ল্যাক লিস্ট। এর আগের সিক্যুয়ালের নাম ছিল কনভিকশন। আর টম ক্ল্যান্সি মূলত একজন আমেরিকান লেখকের নাম। তার এসপিওনাজ এবং মিলিটারি জ্ঞানের জন্য তিনি বিখ্যাত। ১৯৯৬ সালে ক্ল্যান্সি রেড স্ট্রম এন্টারটেইনমেন্ট নামে একটি গেম কোম্পানি তৈরি করেন, যা পরে নামকরা ডেভেলপার ইউবিআই সফট কিনে নেয়। টম ক্ল্যান্সির কয়েকটি নামকরা সিরিজ আছে, যার একটি হলো স্প্লিন্টার সেল। ব্ল্যাক লিস্টে এক নতুন ধরনের গেমপ্লে দেখানো হয়েছে, যার নাম কিলিং ইন মোশন। এখানে প্লেয়ার দৌড়ানো অবস্থায় খুব দ্রুত শত্রুকে হাইলাইট করে টার্গেট করতে পারবে। গেমটি মূলত থার্ড পারসন অ্যাকশন গেম। অর্থাৎ প্লেয়ারের ক্যারেক্টারের পেছনে ক্যামেরা থাকবে এবং আশপাশের সব অবজেক্টও দেখা যাবে। গেমটির নতুন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হলো ভয়েস ইন্টেগ্রেশন। অর্থাৎ শত্রুকে আক্রমণ করার সময় প্লেয়ার ইচ্ছে করলে শত্রুর সাথে যেকোনো কথা বলে তাকে অমনোযোগী করে তারপর আক্রমণ করতে পারবে। তবে এটি শুধু এক্সবক্স ভার্সনের জন্য এবং এর জন্য কাইনেক্ট ডিভাইস লাগবে। কাইনেক্ট ব্যবহার করে প্লেয়ার নিজে মুভও করতে পারবে। গেমটির মাল্টিপ্লেয়ারও বেশ আকর্ষণীয়। স্প্লিন্টার সেল প্যান্ডোরা টুমরো গেমটিতে যে মাল্টিপ্লেয়ার ফিচার ব্যবহার করা হয়েছে, এখানেও তা দেখা গেছে। অর্থাৎ মাল্টিপ্লেয়ারে দুটি সাইড থাকবে– স্পাইস ও মার্কস, অনেকটা কল অব ডিউটির মতো। আগের সিক্যুয়ালের মতো এখানেও প্রধান ক্যারেক্টার হিসেবে স্যাম ফিশারকে দেখানো হয়েছে। ফিশার এখন স্পাইমাস্টার ও ফোর্থ অ্যাশেলনের কমান্ডার। ফিশারের পুরনো অ্যালাই অ্যানাকেও দেখা গেছে, সাথে কিছু নতুন ক্যারেক্টারও আছে, যেমন আইস্যাক, চার্লি। আগের সিক্যুয়াল কনভিকশনের কয়েকটি ক্যারেক্টারও এখানে আছে, যেমন ভিক্টর, ক্যাডওয়েল ও অ্যান্ড্রি। গেমটি মুক্তি পায় ২০ আগস্ট ২০১৩। গেমার– থার্ড পারসন অ্যাকশন, পাবলিশার ইউবিআই সফট এবং ডেভেলপার– ইউবিআই সফটের টরন্টো, মন্ট্রিয়াল, সাংহাই ও রেড স্টর্ম।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : ইন্টেল কোর ২ ডুয়ো ২.১৩ গিগাহার্টজ অথবা এএমডি অ্যাথলন এক্স২ ৫৬০০+। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া ৮৮০০ জিটি অথবা এএমডি এইচডি ৩৮৭০। **র‍্যাম :** ২ জিবি, উইন্ডোজ এক্সপি, ডিরেক্টএক্স ৯। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১২ জিবি। **রিকমেন্ডেড রিকোয়ারমেন্ট : প্রসেসর :** ইন্টেল কোর ২ কোয়াড ২.১৩ গিগাহার্টজ অথবা এএমডি ফেনম কোয়াড কোর। **গ্রাফিক্স কার্ড :** এনভিডিয়া জিটিএক্স ২৬০ অথবা এএমডি এইচডি ৫৭৭০। **র‍্যাম :** ৪ জিবি, উইন্ডোজ ৭ ৬৪ বিট, ডিরেক্টএক্স ১১। **হার্ডডিস্ক স্পেস :** ১২ জিবি।

সিরিয়াস স্যাম

বর্তমান গেমিং বিশ্বে সবচেয়ে বিখ্যাত থার্ড পারসন, অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার এবং শুটিংজনরার গেম সিরিজ সিরিয়াস স্যাম এবং ভিনগ্রহী প্রাণীদের থেকে তার পৃথিবী রক্ষার অনবদ্য কাহিনী। পরের পর্বগুলোতে এ সিরিজের সর্বশেষ গেমগুলো নিয়ে কথা বলার আগে যারা এ সিরিজের সাথে পরিচিত নয় তাদের জন্য সিরিজের প্রথম গেমটি সম্পর্কে কিছু বলে নেয়া দরকার। প্রথম যে বছর গেমটি বেরুল, তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ গ্রাফিক্স ইঞ্জিন এবং থ্রিডি ইঞ্জিনে তৈরি হয় গেমটি। ক্রোয়েশিয়ান একটি গেম ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ক্রো টিম এ গেমটি যখন তৈরি করে তখন তাদের মূল লক্ষ্য ছিল এমন কোনো গেম সৃষ্টি করা, যা তৎকালীন ঝিমিয়ে পড়া গেমিং জগতকে এক ঝাঁকুনিতে জাগিয়ে তুলতে পারে।

পৃথিবী তখন মিসরকেন্দ্রিক সভ্যতাতে ভর করে এগিয়ে চলছে। পৃথিবীর উত্তোরত্তর উন্নতি ভিনগ্রহবাসীদের মোটেও পছন্দ হচ্ছিল না। তাই তারা ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসে পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য। সিরিয়াস স্যাম নামে একজন অভিযাত্রী তখন তপ্ত রোদে মিসরের পিরামিডগুলোকে দেখে নিজের জ্ঞানপিপাসা মিটাচ্ছিল। অনিন্দ্যসুন্দর সেই দিনের আকাশ কালো করে তখন সেই এলিয়েনরা নেমে আসে পিরামিডগুলোতে। স্যাম প্রথমদিকে কিছু বুঝে উঠতে না পারলেও পরে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

স্যাম বিভিন্ন আদিবাসীর বাসস্থানে এলিয়েনদের অবস্থান খুঁজে পায় এবং ধীরে ধীরে তাদের ইনভেশন প্ল্যান সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা করে। কিন্তু অল্প সময় পর সেও বুঝতে পারে নিজের হাতে দায়িত্ব তুলে না নিলে পৃথিবীকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। হাতের কাছে থাকা ছোট্ট রিভলবারটাকে সঙ্গী করে স্যাম বেরিয়ে পড়ে এলিয়েন নিধন অভিযানে। পরে স্যাম দেখা পেতে থাকে আরও শক্তিশালী এলিয়েনদের আর খোঁজ পায় তারচেয়েও বড় ষড়যন্ত্রের।

সিরিয়াস স্যাম এমন একটি গেম, যা নিয়ে একবার বসে পড়লে যেকোনো গেমার কোনোভাবেই আর গেমটি শেষ না করে উঠতে পারবে না। টানা খেলে গেলে সম্পূর্ণ গেমটি শেষ করতে লাগতে পারে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা। এর মধ্যে যদি বাংলাদেশের চিরায়ত ব্যবস্থা অনুসারে বিদ্যুৎ গেমপ্লেতে বিঘ্ন না ঘটায় তাহলে গেমটি না শেষ করে কমপিউটারের সামনে থেকে ওঠার কোনো কারণ নেই। এ কয়েক ঘণ্টার গেমপ্লেতে গেমার পাবে লক্ষাধিক এলিয়েন ধ্বংস করার আনন্দ। আছে অসম্ভব মারাত্মক সব অস্ত্র। আছে রিভলবার, শটগান, প্লাসমাগান, চেইন শ, মিনিগান, চেইন গান, রেইল গান, লেসার গান, গ্রাইন্ডারসহ আরও নানা ধরনের অস্ত্র। আছে ডেস্ট্রাক্টেবল অবজেক্ট, ডিনামাইট, গ্রেনেড, স্মোক বম্ব, ব্লাস্ট বম্ব, ফ্ল্যাশ বম্ব, টাইম বম্ব আরও বহু ধরনের বম্বিং ইকুইপমেন্ট। গেমটিতে আছে ছোট ছোট এলিয়েন মনস্টার থেকে শুরু করে বিশালাকার দানব। আছে উড়ন্ত দানব, মানুষখেকো গাছগাছালি। আর এগুলোকে ধ্বংস করার জন্য স্যাম ব্যবহার করতে পারবে নানা ধরনের হেলিপ্যাড, টারেট প্রভৃতি। তাই প্রিয় গেমাররা, সিরিজের বাকি গেমগুলো খেলার আগে এখনই বসে পড়ুন সিরিয়াস স্যামের প্রথম অভিযান নিয়ে।

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট

প্রসেসর : পেন্টিয়াম ৪.২ গিগাহার্টজ/এএমডি অ্যাথলন এক্সপি ২০০০+। **উইন্ডোজ :** এক্সপি/ভিসতা/৭। **র‍্যাম :** ১ গিগাবাইট উইন্ডোজ ভিসতা/১ গিগাবাইট উইন্ডোজ ৭। **ভিডিও কার্ড :** জি ফোর্স ৫০০০ সিরিজ জিটিএস/রেডিওন (সমতুল্য) ২৫৬ মেগাবাইট উইথ পিক্সেল শেডার। **হার্ডডিস্ক :** ২.৫ গিগাবাইট।

ফিডব্যাক : alyousufhridoy.com